চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনী আচরণবিধিমালা – ২০২৫

ভূমিকা

নির্বাচন একটি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া। বিশ্ববিদ্যালয়ে গণতন্ত্রের চর্চা ও ভবিষ্যত নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠায় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ ও হল সংসদসমূহের ভূমিকা অনস্বীকার্য। তাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ সমূহের নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণতন্ত্রে বিশ্বাসী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় পরিবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া পুনরুজ্জীবিত ও এর ধারাবাহিকতা রক্ষার লক্ষ্যে আগামী ১৫ অক্টোবর, ২০২৫ চাকসু ও হল সংসদ ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচন অনুষ্ঠিত করার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেছে। এই নির্বাচন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় চাকসুর ২০২৫-২০২৬ কার্যকালের নির্বাচন হিসেবে গণ্য হবে। নির্বাচিত চাকসু ও হল সংসদসমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশকে সমুন্নত ও আরো সুসংহত করতে কাজ করবে বলে আমাদের বিশ্বাস। সুস্থ গণতন্ত্র চর্চার ঐতিহ্যবাহী লালনভূমি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। আমরা মনে করি সেই ধারাবাহিকতায় যোগ্য নেতৃত্ব তৈরী করতে এ নির্বাচন ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করবে যা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি অক্ষুণ্ণ রাখতে সহায়ক হবে। সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, ও পরমত সহিষ্ণুতা ভোটদান ও নির্বাচন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। উক্ত তিনটি লক্ষ্যকে সামনে রেখে গঠিত চাকসু নির্বাচন কমিশন ২০২৫, একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ চাকসু ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদ নির্বাচন করার জন্য ওয়াদাবদ্ধ। এজন্য জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী সহ বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের সকলেই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাভাবিক শিক্ষা কার্যক্রম যেন কোনোভাবেই ব্যাহত না হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষার্থী সজাগ ও সচেষ্ট থাকবে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদের সদ্য সংশোধিত ও সিন্ডিকেট কর্তৃক অনুমোদিত গঠনতন্ত্র এবং নির্বাচন কমিশনের বিভিন্ন সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে এই "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আচরণবিধিমালা - ২০২৫" প্রণয়ন করা হয়েছে। এই বিধিমালায় সর্বমোট ১৮টি বিধি সংযোজন করা হয়েছে। বিধিমালায় উল্লেখিত প্রতিটি বিধি ও উপবিধিসমূহ চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল ব্যক্তি মেনে চলতে বাধ্য থাকবেন।

এই আচরণবিধি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে এবং বিভিন্ন বিভাগের ও ইন্সটিটিউটের নোটিশ বোর্ডে প্রকাশ করা হবে। তাছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দৃশ্যমান স্থানে প্রিন্ট করে ফেস্টুন আকারে প্রদর্শন করা হবে।

বিধিমালাসমূহ

১. শিরোনাম :

(ক) এই বিধিমালা "চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন আচরণবিধিমালা - ২০২৫" নামে অভিহিত হবে।

(খ) এই বিধিমালা চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের শিডিউল ঘোষণার দিন হতে নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণার সময় পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।

২. মনোনয়নপত্র সংগ্রহ, দাখিল ও প্রার্থিতা প্রত্যাহার :

(ক) মনোনয়নপত্র সংগ্রহ এবং দাখিলের সময় কোনো প্রকার মিছিল করা যাবে না। প্রার্থী দুইজনের (প্রস্তাবকারী ও সমর্থনকারী) বেশী সমর্থক নিয়ে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও জমা দিতে আসতে পারবেন না।

(খ) কোনো প্রার্থী কর্তৃক প্রধান রিটার্নিং অফিসারের নিকট মনোনয়নপত্র দাখিল এবং প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সময় অন্য কোনো প্রার্থী বা ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা অন্য কোন সংগঠনের কেউ কোনো প্রকার বাঁধা বা প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবেন না।

(গ) প্রার্থীকে স্বশরীরে উপস্থিত হয়ে মনোনয়নপত্র দাখিল ও প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে হবে।

(ঘ) প্রার্থী নিজ উদ্যোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় মেডিকেল সেন্টারে ডোপ টেস্ট দেয়ার পর প্রাপ্ত রশিদটি মনোনয়নপত্রের সাথে জমা দিবেন।

(ঙ) নির্বাচন কমিশন অফিস সকল প্রার্থির ডোপ টেস্ট রিপোর্ট সংগ্রহ করবে। ডোপ টেস্টের রেজাল্ট পজিটিভ হলে প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল বলে গণ্য হবে। প্রয়োজনে ডোপ টেস্ট রিপোর্ট সম্পর্কে নির্বাচন কমিশন গঠিত রিভিউ কমিটির চূড়ান্ত মতামত নেয়া হবে।

৩. নির্বাচনে যানবাহন ব্যবহার :

(ক) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে মনোনয়নপত্র জমাদান, মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার বা নির্বাচনী প্রচারণায় কোনো ধরনের যানবাহন, মোটরসাইকেল, রিকশা, ঘোড়ার গাড়ি, হাতি, ব্যান্ড পার্টি ইত্যাদি নিয়ে কোনরূপ শোভাযাত্রা, শোডাউন বা মিছিল করতে পারবে না।

(খ) নির্বাচনের দিন ভোটকেন্দ্রে বা ভোটকেন্দ্র হতে ভোটারদের আনা-নেয়ার জন্য কোনো প্রকার যানবাহন (৩(ক) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত) ব্যবহার করা যাবে না।

(গ) নির্বাচনের দিন শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার সুবিধার্থে শুধুমাত্র **প্রধান নির্বাচন কমিশনার** কর্তৃক অনুমোদিত যানবাহন (স্টিকারযুক্ত গাড়ি/যানবাহন) নির্বাচনী এলাকায় চলাচল করতে পারবে।

(ঘ) স্টিকারসহ যানবাহন চলাচলের বিষয়টি **প্রধান নির্বাচন কমিশনার কর্তৃক অনুমোদন সাপেক্ষে** প্রক্টর অফিস তত্ত্বাবধান করবে।

(ঙ) নির্বাচনের দিন প্রার্থী/ভোটার/শিক্ষার্থীরা ভোট কেন্দ্রে আসার ক্ষেত্রে নিজ খরচে বাই-সাইকেল, অটো রিকশা, ই-কার (বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে সবসময় চলাচলকারী) ব্যবহার করতে পারবে।

৪. নির্বাচনী প্রচার- প্রচারণা :

(ক) নির্বাচনী প্রচারের ক্ষেত্রে সকল প্রার্থী দলমত নির্বিশেষে সমান অধিকার পাবেন।

(খ) প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত হওয়ার দিন থেকে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার দিনের ২৪ ঘণ্টা পূর্ব পর্যন্ত প্রচার প্রচারণা করতে পারবেন। প্রতিদিন প্রচারের সময় সকাল ৮:০০ টা থেকে রাত ১০:৩০ টা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকবে। সন্ধ্যার পরে ক্যাম্পাস এলাকায় যে কোনো ধরণের প্রচারকার্যে কোন ধরণের সাউন্ড সিস্টেম বা মাইক ব্যবহার করা যাবে না (যাতে ক্যাম্পাসে বসবাসরত শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারীদের পরিবার পরিজন ও সাধারণ ছাত্র-ছাত্রীদের পড়ালেখার ব্যাঘাত না ঘটে)।

(গ) চাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোটার/প্রার্থী ব্যতীত অন্য কেউ কোনভাবেই কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় প্রচার প্রচারনা চালাতে পারবেন না।

(ঘ) নির্বাচনের জন্য সমীচিন নয় এমন যে কোন কার্যক্রম বন্ধে নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

(ঙ) প্রতিটি ফ্যাকাল্টিতে যেখানে ক্লাস-পরীক্ষা হয় সেখানে কিংবা আশে পাশে সভা সমাবেশ করা যাবে না। ক্লাস-পরীক্ষাসহ শিক্ষা কার্যক্রমে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় এমন কোন কাজ যেমন কোন ধরণের সাউন্ড সিস্টেম বা মাইক ব্যবহার করা যাবে না। সেদিকে সকল প্রার্থী বা তার সমর্থকদের সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

৫. অনলাইন/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার প্রচারনা:

(ক) অনলাইন/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার প্রচারনা চালানো যাবে তবে তা অবশ্যই আইনসিদ্ধ ইতিবাচক পদ্ধতিতে হতে হবে।

(খ) দেশের প্রচলিত আইনে নিষিদ্ধ এমন কোন কাজ অনলাইন/সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে করা যাবে না।

(গ) নির্বাচনী প্রচারণায় ও প্রচারপত্রে কিংবা প্রিন্ট মিডিয়া, ইলেকট্রনিক মিডিয়া, ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ব্যক্তিগত আক্রমন, চরিত্র হনন, গুজব, মানহানিকর আচরণ, অশালীন উক্তি, উস্কানিমূলক কোন কথা কিংবা কারো বিরুদ্ধে কোন অসত্য তথ্য ছড়ানো, কোন ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক দল বা সংশ্লিষ্ট কারো অনুভূতিতে আঘাত হানে এমন কোন কিছু করা যাবে না। সর্বোপরি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় এমন কোন বক্তব্য ব্যবহার করা যাবে না।

(ঘ) এ ধরণের কোন অভিযোগ পাওয়া গেলে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত মোতাবেক নির্বাচনের জন্য ক্ষতিকর যে কোন অনলাইন সাইট/গ্রুপ বন্ধ, কন্টেন্ট ডিলিট, এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কমিশনের মনিটরিং সেল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

৬. নির্বাচনী প্রচারণায় নির্বাচনী সভা/ সমাবেশ :

(ক) নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীগণ কেবলমাত্র সভা/সমাবেশ করতে পারবেন। কোনরুপ শোভাযাত্রা বা শোডাউন করতে পারবে না। সভা সমাবেশে কোন মাইক ব্যবহার করা যাবেনা। কোনো প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কোনো সভা/সমাবেশ করতে চাইলে দিন, সময় ও স্থান উল্লেখপূর্বক প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট হতে লিখিত অনুমতি নিতে হবে। এইরূপ অনুমতি প্রার্থীদের লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করা হবে। অনুমতি পাবার পরে ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিতব্য যে সভার স্থান ও সময় সম্পর্কে প্রক্টর/ সংশ্লিষ্ট প্রভোস্ট অফিসকে পূর্বেই অবহিত করতে হবে। একই স্থানে একই সময়ে কেউ সভা সমাবেশ করতে পারবে না।

(খ) নির্বাচনী প্রচারণায় প্রার্থীগণ কেবলমাত্র লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার করতে পারবে। কোন রকম পোস্টার ব্যবহার করা যাবেনা। লিফলেট বা হ্যান্ডবিল-এ প্রার্থী নিজের সাদাকালো ছবি ব্যতীত অন্য কারো ছবি বা কোন প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না। তাছাড়া কেউ কোন রাজনৈতিক দলের স্লোগান, কিংবা ভাবাদর্শ প্রচার কিংবা ব্যবহার করতে পারবে না।

(গ) সভা/সমাবেশ করার ক্ষেত্রে **প্রধান নির্বাচন কমিশনার** থেকে অন্তত ২৪ ঘণ্টা পূর্বে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

(ঘ) একজন প্রার্থী বা একটি প্যানেলের পক্ষে প্রতিটি হলে সর্বমোট ১টি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বমোট ৩টি প্রজেকশন মিটিং করতে পারবে।

(ঙ) কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে কোনো সংগঠন হলের অভ্যন্তরে বা ক্যাম্পাসে **প্রধান নির্বাচন কমিশনার** কর্তৃক অনুমোদিত স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে কোনো সভা/ সমাবেশ করতে পারবে না।

(চ) নির্বাচনী কার্যক্রম চলাকালে প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে অবশ্যই নিজ নিজ পরিচয়পত্র বহন করতে হবে।

(ছ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় জনগণ ও শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের চলাচলে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারে এমন সড়কে জনসভা/পথসভা/সমাবেশ করা যাবে না।

(জ) পাঠদান ও পরীক্ষা কার্যক্রম ব্যাহত হতে পারে এমন কোনো স্থানে (যেমন-শ্রেণিকক্ষ, পাঠকক্ষ, পরীক্ষার হল ইত্যাদি) সভা/সমাবেশ বা নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না। শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও করিডোরে প্রার্থী নিয়ে কোন মিছিল করা যাবে না।

(ঝ) কোনো ধর্মীয় উপাসনালয়ে (যেমন-মসজিদ, মন্দির, গির্জা ইত্যাদি) কোনো প্রকার নির্বাচনী প্রচারণা চালানো যাবে না।

(ঞ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস এলাকায় সভা, সমাবেশে ও অডিটোরিয়ামের ভিতরে সভা সমাবেশে কেবল সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা যাবে। তবে কোনোক্রমেই সন্ধ্যার পরে কোথাও সাউন্ড সিস্টেম ব্যবহার করা যাবে না।

(ট) প্রতিপক্ষের সভা/সমাবেশ এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান ব্যাহত বা পন্ড হতে পারে বা গোলযোগ সৃষ্টি হতে পারে এমন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে না।

(ঠ) কোনো সভা/ সমাবেশ বা নির্বাচনী প্রচার কাজে বাধাদানকারী বা গোলযোগ সৃষ্টিকারীর বিরুদ্ধে **প্রধান নির্বাচন কমিশনার** শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন [১৭ (খ) অনুচ্ছেদে উল্লেখিত]।

(ড) নির্বাচনকালীন সময়ে কোন বহিরাগত কোন আবাসিক হলে অবস্থান করতে পারবে না। যদি কেউ এই আদেশ অমান্য করে তবে তৎক্ষণাৎ বহিরাগত এবং যে শিক্ষার্থী তাকে থাকতে দিয়েছে দুজনকে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা হবে।

৭. প্রচার প্রচারনায় লিফলেট, হ্যান্ডবিল ও দেয়াল লিখন :

(ক) নির্বাচনী প্রচারণায় শুধুমাত্র সাদা-কালো, লিফলেট বা হ্যান্ডবিল ব্যবহার করা যাবে। এক্ষেত্রে লিফলেট বা হ্যান্ডবিল এর সাইজ অনধিক ৬০ সে.মি. × ৪৫ সে.মি. হতে হবে। কোন রকম পোস্টার ব্যবহার করা যাবেনা।

(খ) লিফলেট বা হ্যান্ডবিল-এ কোনো প্রার্থী নিজের সাদাকালো ছবি ব্যতীত অন্য কারো ছবি বা প্রতীক ব্যবহার করতে পারবে না।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ও হল এলাকায় এবং হাঠহাজারী মেইন রোড হয়ে ১নং রোড, রেলওয়ে স্টেশন, শাটল ট্রেন, এবং শহরের রশিদ চোধুরী হোস্টেল এ অবস্থিত কোনো প্রকার স্থাপনা, দেয়াল, যানবাহন, বেড়া, গাছ-পালা, বিদ্যুৎ ও টেলিফোনের খুটি বা অন্য কোনো দণ্ডায়মান বস্তুতে লিফলেট বা হ্যান্ডবিল লাগানো যাবে না।

(ঘ) কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর লিফলেট বা হ্যান্ডবিল-এর ক্ষতিসাধন করা যাবে না।

(ঙ) কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে কোনো সংগঠন, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো কালি বা চুন বা কেমিক্যাল দ্বারা দেয়াল বা যানবাহনে কোনো লিখন, মুদ্রণ, ছাপচিত্র বা চিত্রাঙ্কন করে নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবে না।

(চ) কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে কেউ নির্বাচনী **প্রচারণার জন্য কোন রকমের** পোস্টার কিংবা ফেস্টুন ব্যবহার করতে পারবে না ।

৮. আলোকসজ্জা ও স্থাপনা :

(ক) কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে কোনো সংগঠন, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোন গেইট, তোরণ, ঘের নির্মাণ, ক্যাম্প ও আলোকসজ্জা করতে পারবে না।

(খ) কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে কেউ নির্বাচনী **প্রচারণার জন্য কোন রকমের স্থায়ী কিংবা অস্থায়ীভাবে মঞ্চ** স্থাপন করতে পারবে না।

৯. অনুদান, খাদ্য পরিবেশন ও উপঢৌকন প্রদান এবং পোশাকে প্রচারণামূলক বক্তব্য :

(ক) কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে কোনো সংগঠন, কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী নির্বাচনকে লক্ষ্য করে বা কেন্দ্র করে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো শিক্ষার্থী/সংগঠন/কোনো প্রতিষ্ঠানে চাঁদা, অনুদান, আর্থিক লেনদেন ইত্যাদি করতে পারবে না।

(খ) নির্বাচনী প্রচার চলাকালে ও নির্বাচনের দিন ভোটারদের কোনোরূপ পানীয় বা খাদ্য পরিবেশন করা যাবে না।

(গ) ভোটারদের কোনোরূপ উপঢৌকন বা বকশিস্ ইত্যাদি প্রদান করা যাবে না।

(ঘ) নির্বাচনী প্রচারণার জন্য কোনো প্রার্থীর ছবি বা তার পক্ষে প্রচারণামূলক কোনো বক্তব্য বা অন্য কারো ছবি বা প্রতীকের চিহ্ন সম্বলিত শার্ট, টি-শার্ট, জ্যাকেট, ফতুয়া বা কোনো ধরণের পোশাক ব্যবহার করা যাবে না।

১০. উস্কানিমূলক বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান এবং উচ্ছৃংখল আচরণ :

(ক) নির্বাচনী প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র বা সংগঠনকে লক্ষ্য করে আক্রমণাত্মক বক্তব্য প্রদান, গুজব ছড়ানো বা কোনো ধরনের তিক্ত বা উস্কানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়ীকতা, ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এমন কোনো বক্তব্য প্রদান করা বা গণমাধ্যম কিংবা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রচার করা যাবে না।

(খ) এ রকম অভিযোগ উপযুক্ত তথ্য প্রমাণসহ **প্রধান নির্বাচন কমিশনার এর** নিকট দাখিল করা যাবে। তিনি বিষয়টি যাচাই করবেন এবং অভিযোগ প্রমাণিত হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

(গ) উচ্ছৃংখল, শৃঙ্খলা বিনষ্টকারী কিংবা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্পদ ও শান্তি বিনষ্টকারী আচরণের ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুসারে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

(ঘ) কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কোনো ব্যক্তি কোনো প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী বা ভোটারকে ভয়-ভীতি প্রদর্শন, বলপ্রয়োগ ও ভোটদানে বাধাগ্রস্ত করতে পারবে না।

১১. প্রচারণার জন্য ছেলে শিক্ষার্থীদের মেয়েদের হলে এবং মেয়ে শিক্ষার্থীদের ছেলেদের হলে প্রবেশাধিকার :

(ক) নির্বাচনী প্রচারণার উদ্দেশ্যে ছেলে প্রার্থী/শিক্ষার্থীরা মেয়েদের হলে ও মেয়ে প্রার্থী/শিক্ষার্থীরা ছেলেদের হলে সংশ্লিষ্ট প্রভোস্ট/ রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি নিয়ে শুধুমাত্র প্রজেকশন সভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে প্রবেশ করতে পারবে।

(খ) তবে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ নির্বাচনের প্রার্থীদের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট হলের নিয়মাবলী অনুসরণ করে হল প্রভোস্ট/ রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি সাপেক্ষে ব্যতিক্রম হতে পারে।

(গ) প্রতিটি ক্ষেত্রেই সংশ্লিষ্ট হলের প্রভোস্ট/ রিটার্নিং অফিসারের প্রতিনিধি উপস্থিত থাকতে হবে।

১২. ভোটার স্লিপ প্রদান :

(ক) কোনো প্রার্থী বা তার পক্ষে অন্য কেউ নির্বাচনের দিন ভোটার স্লিপ প্রদান করতে পারবে।

(খ) তবে শর্ত থাকে যে ভোট কেন্দ্রের ১০০ মিটারের মধ্যে কোনভাবেই ভোটার স্লিপ বিতরণ করা যাবে না।

(গ) ভোট চলাকালীন ভোট কেন্দ্রের বাইরে কোন রকম জটলা তৈরী করা যাবে না কিংবা কোন প্রকার প্রচার প্রচারনা করা যাবে না।

১৩. ভোটদানের সময় ও ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার :

(ক) ভোট প্রদানের সময় ভোটের দিন সকাল ৯.০টা থেকে বিকাল ৪.০টা পর্যন্ত। ভোটাররা নিজ নিজ হলের বৈধ পরিচয়পত্র প্রদর্শন করে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করবে। যে সকল ভোটারদের (বিশেষত প্রথম বর্ষের ছাত্র/ছাত্রীগণ) পরিচয়পত্র নাই তারা তাদের ভর্তির ব্যাংক রশিদ প্রদর্শন পূর্বক ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে।

(খ) কোন প্রার্থী তাঁর পক্ষে পোলিং এজেন্ট দিতে চাইলে নির্বাচন দিনের ২৪ ঘন্টা আগে প্রার্থীকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের বরাবরে আবেদন করে অনুমতি ও পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে। অনুমতি ও পরিচয়পত্র ছাড়া কাউকেই পোলিং এজেন্ট হিসাবে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না।

(গ) ভোটারগণ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পরে তাদের মোবাইল ফোন ও ইলেকট্রনিক যোগাযোগের সকল মাধ্যম বন্ধ করে কেন্দ্রের ভিতরে সংশ্লিষ্ট স্থানে (সকল ইলেকট্রনিক ডিভাইস) জমা রাখবেন। বুথের অভ্যন্তরে কোনভাবেই এ ধরনের কোন ডিভাইস ব্যবহার করা যাবে না বা কোন প্রকার ছবি তোলা যাবে না।

(ঘ) নির্বাচনী কাজে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারি, পোলিং এজেন্ট, রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবে না। ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা তাঁদের নির্ধারিত স্থানে ভোট শেষ হওয়া পর্যন্ত অবস্থান করবেন। তারা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ভাবে তাদের উপর অর্পিত দ্বায়ীত্ব পালন করবেন এবং কোনভাবেই ভোট চলাকালীন তারা অন্য কোন কেন্দ্রে যেতে পারবেন না।

(ঙ) **প্রধান নির্বাচন কমিশনার** কর্তৃক ইস্যুকৃত পরিচয় পত্র দেখিয়ে সংশ্লিষ্ট হলের রিটার্নিং অফিসারের অনুমতি সাপেক্ষে গণমাধ্যমকর্মীরা ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন এবং ছবি তুলতে পারবেন। তবে কোন ক্রমেই ভোটকেন্দ্রের বুথসমূহে প্রবেশ করতে পারবেন না। উল্লিখিত সকলকে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের (**প্রধান নির্বাচন কমিশনার**) নিকট থেকে নির্বাচন দিনের ২৪ ঘন্টা আগে আবেদনের মাধ্যমে অনুমতি ও পরিচয়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

(চ) ভোটকেন্দ্রের অভ্যন্তরে বুথ ছাড়া অন্যান্য স্থানের লাইভ সম্প্রচার করা যাবে। উল্লেখ্য একসাথে কোন টিভি চ্যানেলের ক্ষেত্রে দুইজন (সংবাদকর্মী ও ফটোগ্রাফার) এবং প্রিন্ট সংবাদ মাধ্যম কর্মীদের ক্ষেত্রে একজন ভোট কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি পাবেন।

১৪. ভোটকেন্দ্র ও ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের অবস্থান :

(ক) প্রতিটি ভোটকেন্দ্র (বুথ ব্যতিত) সিসি টিভির আওতায় থাকবে। ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে নেয়ার আগে খালী ভোট বাক্স সাংবাদিকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে দেখানো হবে।

(খ) ভোটারগণ সব সময় তাদের নিজ নিজ হলের বৈধ পরিচয়পত্র বহন করবেন। আর যে সকল ভোটারদের (বিশেষত প্রথম বর্ষের ছাত্র/ছাত্রীগণ) পরিচয়পত্র নাই তারা তাদের ভর্তির ব্যাংক রশিদ সব সময় বহন করবেন।

(খ) ভোটদানের উদ্দেশ্যে ভোটারগণ ভোট কেন্দ্রের বাইরে সারিবদ্ধভাবে লাইনে দাড়াবেন। ভোটের লাইন ব্যতীত ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে জটলা তৈরী করা যাবে না এবং দীর্ঘ সময় অবস্থান থাকতে পারবে না।

(গ) ভোটদানের পর ভোটারদের অবিলম্বে ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করতে হবে যাতে অন্য ভোটারগণ ভোট দানের সুযোগ পান।

(ঘ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধিদের ভোট দেয়ার ক্ষেত্রে তাঁর নিজের পরিচিত/ মনোনীত কাউকে যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র বা ছাত্রী নয় তাঁর মাধ্যমে ভোট দিবেন। তবে দৃষ্টি প্রতিবন্ধি ভোটারের পরিচিত/ মনোনীত ব্যক্তিদের নাম ও ঠিকানা ২৪ ঘন্টা আগে প্রধান নির্বাচন কমিশনারের কাছে আবেদন করে অনুমতি নিতে হবে।

(ঙ) প্রতিটি ভোটকেন্দ্রের বাইরে এলইডি স্ক্রিন থাকবে যেখানে ভোটকেন্দ্রের ভিতরের কার্যক্রম (বুথ ব্যতিত) দেখানো হবে।

১৫. নিরাপত্তার বিষয় ও বহিরাগত প্রবেশ :

(ক) নির্বাচনের সময় সার্বিক নিরাপত্তার স্বার্থে প্রয়োজনীয় সংখ্যক রাস্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী নিয়োজিত থাকবে। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তা বাহিনী, বি এন সি সি, ও রোভার স্কাউট সার্বক্ষনিক প্রস্তুত থাকবে।

(খ) যে কোন ধরণের বিশৃঙ্খলা কঠোর হস্তে দমন করা হবে।

(গ) **নিরাপত্তার স্বার্থে** নির্বাচনের দিনে ভোটার এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারি ও অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্যতীত ক্যাম্পাসে অন্য সকলের প্রবেশাধিকার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকবে।

১৬. ভোট গণনা ও ফলাফল প্রকাশ :

(ক) ভোট প্রদানের সময় শেষ হলে নিয়মানুযায়ী গণনা শুরু হবে। ভোট গণনার সময় কেন্দ্রের অভ্যন্তরে নির্বাচন কমিশন, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা, পোলিং এজেন্ট ছাড়া কেউ অবস্থান কিংবা প্রবেশ করতে পারবেন না।

(খ) ভোট গণনাকালীন ভোট কেন্দ্রের ভিতরের কার্যাবলী কেন্দ্রের বাইরে স্থাপিত এলইডি স্ক্রিনে সরাসরি প্রদর্শন করা হবে।

(গ) ভোট গণনা শেষে নির্বাচন কমিশন আনুষ্ঠানিকভাবে মিডিয়ার উপস্থিতিতে সকলের সামনে ভোটের ফলাফল প্রকাশ করবেন।

১৭. বিস্ফোরক, দেশীয় অস্ত্র ও আগ্নেয়াস্ত্র বহন :

(ক) নির্বাচনী প্রচারণা ও নির্বাচন চলাকালে বিস্ফোরক, দেশীয় অস্ত্র (যেমন: লাঠি-সোটা, রড, হকিস্টিক, ছুরি-কাঁচি ইত্যাদি) ও আগ্নেয়াস্ত্র বহন সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

(খ) আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব নিরাপত্তারক্ষী বাহিনীর সদস্য কিংবা অনুমোদিত ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেউ কোন রকম দেশীয় অস্ত্র বা অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্র বহন করতে পারবে না।

১৮. নির্বাচনী আচরণবিধিমালা লংঘন :

(ক) নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করলে সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার লিখিত অভিযোগ প্রাপ্তি ও তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন। এছাড়া সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং অফিসার প্রয়োজনবোধে স্বপ্রণোদিতভাবে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করতে পারবেন।

(খ) কোন প্রার্থী বা তাঁর পক্ষে কেউ বা কোন ভোটার নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গ করলে সর্বোচ্চ ২০ হাজার টাকা জরিমানা, প্রার্থীর প্রার্থীতা বাতিল অথবা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হবে, অথবা রাষ্ট্রীয়/বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী অন্য যে কোনো দন্ডে দন্ডিত হবে।

*** সমাপ্ত ***